দৈনিক বাংলা

তারিখ 25/3/80
পৃঃ 1 ... কলাম 5

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই নিষিদ্ধঃ সংসদে বিল পাস

(বিশেষ সংবাদদাতা)

সোমবার জাতীয় সংসদে প্রথম শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তকের নোট বই মুদ্রণ, প্রকাশনা, আমদানী, বিতরণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করে একটি বিল পাস হয়। এই বিলের সমালোচনার জবাবে সংসদ নেতা ও শিক্ষামন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেন যে আমরা আর নোট বুক গ্রাজুয়েট তৈরি করতে চাই না। শিক্ষার একটি স্নিগ্ধ পরিবেশ ও সুষ্ঠু পদ্ধতি আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। পরিকল্পনাহীন শিক্ষা ব্যবস্থা কোন দেশে থাকতে পারে না। সরকার পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছে। তারই একটা পর্যায় হচ্ছে এই নোট বই নিষিদ্ধ করা।

১৯৭৯ সালের নোট বই (নিষিদ্ধকরণ) বিল আইন নামে অভিহিত এই বিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত পাঠ্য বইয়ের নোট বই অধ্যয়নের ফলে কোমলমতি শিশু ও ছাত্রছাত্রীদের জীবনে অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে, ফলে শিক্ষার লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন ব্যাহত হচ্ছে। তাই এই বিল প্রথম শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য বইয়ের নোট বই মুদ্রণ, প্রকাশনা, আমদানী, বিতরণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করতে চাওয়া হয়েছে।

তবে টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক ঐ বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে প্রকাশিত নোট বই প্রকাশ এই আইনের আওতায় পড়বে না। এই বিল জনমত

(শেষ—এর পৃঃ ৫—এর কঃ দ্রঃ)

বিল পাস

(১ম পৃঃ পর)

যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রচারের জন্য বিরোধী দলের জনাব এ এস এম সোলায়মান, জনাব আবদুস সাত্তার খান চৌধুরী ও জনাব মোজাম্মেল হক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের জন্য সংশোধনী আনেন অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম। এই সব সংশোধনী কণ্ঠ ভোটে নাকচ হয়ে যায়।

এই বিলের বিরোধিতা করে বক্তৃতা করেন মুসলিম লীগের জনাব এম এ মতিন ও মিসেস রাজিয়া ফয়েজ, সাম্যবাদী দলের জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা, আইডিএল—এর জনাব সিরাজুল হক। বিলের সমর্থনে বক্তৃতা করেন বিএনপির ওয়াজেদ হোসেন তরফদার মিসেস ফরিদা রহমান। জনাব আহমদ নজীর ও জনাব মাহমুদুল ইসলাম।

অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম বিলের বিভিন্ন ধারায় ৭টি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তার মধ্যে দুটি সংশোধনী গৃহীত হয়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ইংরেজীর ব্যাকরণগত ভুল সংশোধন।

শিক্ষামন্ত্রী শাহ আজিজ বিল সম্পর্কে বিরোধী দলীয় সদস্যদের বক্তব্যের জবাবে বলেন, আগে দেশে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল। সেই শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা তৈরি হয়েছেন আমরা। আজও তাঁদের স্বপ্রতিষ্ঠিত করার মত লোক তৈরি করতে পারেনি। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর শূন্য আসন আজও পূরণ হয়নি।

তিনি বলেন, আগের শিক্ষা-দীক্ষায় একটা মৌলিকত্ব ছিল। এখন সেই মৌলিকত্বের বিকাশ নেই। শিক্ষকদের সেই মনোভাব আর নেই। ফলে মৌলিকত্বের বিকাশ ঘটছে না। দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করার মত প্রতিভার বিকাশ হচ্ছে না।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। তারও কতকগুলো পর্যায় আছে। এই নোট বই নিষিদ্ধকরণ একটি পর্যায়।

তিনি বলেন, আগেকার দিনের যে নোট বই ছিল তার একটা মান ছিল। এখন তা আর নেই। অত্যন্ত মারাত্মকভাবে এর মানের অবনতি ঘটেছে। নোট বই ছাপিয়ে অনেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেছেন।

তিনি বলেন সরকার পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাধ্যমে ছাপিয়ে শতকরা ৫০ ভাগ ভর্তুকি দিয়ে এই বই বাজারে বিক্রি করছেন। কিন্তু এক টাকা ৭৫ পয়সায় বইয়ের একটা নোট বই কুড়ি টাকায় কিনতে হচ্ছে। নোট বই না কিনলে পাঠ্যবই বিক্রি করা হয় না, তাই এটা বন্ধ করতে হবে।

মন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের জন্য সরকার যে অনুদান ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করছেন তারও উল্লেখ করেন।

গণফ্রন্টের জনাব এ এস এম সোলায়মান এই বিলটির বিরোধিতা করে ভাষণ দেন। তিনি জনমত যাচাইয়ের জন্য বিলটি প্রচার করার প্রস্তাব দেন।

তিনি বলেন যে সরকার শিক্ষার মূল সমস্যা সমাধান করতে ব্যর্থ হয়ে তা ধামাচাপা দেয়ার জন্য এ বিলটি এনেছেন। এ বিল পাস হলে দেশের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার পথ ব্যাহত হবে। নোট বইয়ের সাহায্য ছাড়া ছোট ছেলেমেয়েদের, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হবে।

অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম

মুক্তির লীগের অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম বলেন যে আইনটিতে জনমত প্রতিফলিত হয়নি। শিক্ষা সমস্যার ব্যাপারে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলেন যে সব পাঠ্যবইয়ের নোটবই বন্ধ করা ঠিক হবে না। অঙ্ক, বিজ্ঞান, সমাজ পাঠ ইত্যাদি পাঠ্যবইয়ের নোটবই দরকার প্রয়োজন পড়ে না। তবে সাহিত্য বিষয়ক পাঠ্যবইয়ের নোটবই ছাড়া ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া সম্ভব হবে না। ৭ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত কেমন শিক্ষক পড়ান তাঁদের মান সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন যে নোট-বইয়ের সহায়তা ছাড়া তাদের পক্ষেও ছাত্রদেরকে সঠিক শিক্ষা প্রদান সম্ভব হবে না।

মুসলিম লীগের জনাব এম এ মতিন বিলটির কঠোর সমালোচনা করে নোটবই বন্ধের পরিবর্তে শিক্ষার মান উন্নত করার আহ্বান জানান। বেগম রাজিয়া ফয়েজ বলেন যে নোটবই বন্ধ করার আইন পাস হলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কেবল শহরাঞ্চলের ছেলেমেয়েরা বিশেষ করে যাদের আর্থিক সঙ্গতি আছে কিংবা যাদের মা শিক্ষিতা কেবল সেসব ছেলেমেয়েদের নোটবই না হলেও চলবে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছেলেমেয়েদের এতে লেখাপড়া বিঘ্নিত হবে।